বিদায় ২০১৬...

বঙ্গোপসাগরের বুকে বছরের শেষ সূর্যাস্তের প্রতিচ্ছবি। ছবি-সৌমাল্য ব্যানার্জি।

পর্যটকের ভিড়ের সুযোগ নিয়ে দিঘা লাগোয়া ওড়িশায় বেআইনি ওয়াটার স্পোর্টসের ব্যবসা অসাধু ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দিঘা : নতুন ইংরেজি বছরের আনন্দ নিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সৈকত শহর দিঘায় বেড়াতে আসা পর্যটকদের থেকে বড় উপার্জনের আশায় উদয়পুরে বেআইনিভাবে বিপজ্জনক ওয়াটার স্পোর্টস ব্যবসা ফেঁদেছে প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশার একদল অসাধু ব্যবসায়ী। আর সমুদ্র বুকে একটু উত্তেজনার আনন্দ নিতে গিয়ে শনিবার সারাদিন ধরে ছোটখাটো দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন এই রাজ্যের কয়েক জন অধিবাসী। রবিবার নতুন বছরে দিঘায় আরও প্রচুর মানুষ ভিড় জমাবেন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন এখনই কড়া হাতে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে যেকোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

দিঘা, মান্দারমণিতে এক সময় বেআইনি ওয়াটার স্পোর্টসগুলির আনন্দ নিতে গিয়ে কয়েকজন পর্যটকের প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। এর পরেই জেলা প্রশাসন দিঘা-মন্দারমণি বিভিন্ন এলাকায় চলা এই ওয়াটার স্পোর্টসের ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়। অভিযোগ, পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে পশ্চিমবঙ্গের সৈকত শহরগুলিতে ওয়াটার স্পোর্টসের ব্যবসা বন্ধ হলেও প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশার এক দল অসাধু ব্যবসায়ী বেআইনিভাবে এই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। দিঘার উদয়পুর লাগোয়া ওড়িশার বঙ্গোপসাগর উপকূলে

অবাধে চলছে এই ব্যবসা। জানা গেছে, শনিবার কলকাতার বাগুইআটি থেকে বেড়াতে আসা চয়ন গোস্বামী ও সমরেশ দাসের পরিবার ওয়াটার স্পোর্টসের আনন্দ নিতে গিয়ে বিপদে পড়েন। তাদের বোট মাঝ সমুদ্রে উল্টে যায়। যদিও দ্রুততার সঙ্গে এই পর্যটকদের মাঝ সমুদ্রে উদ্ধার করে এই ওয়াটার স্পোর্টস ব্যবসার কর্মীরা। তবে যে কোনও সময় বিপদের আশঙ্কা থেকেই যায়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, তারা এই বিষয়ে কিছুই জানে না। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক ডাঃ রশ্মি কমল কিংবা কাঁথি মহকুমা পুলিশ অফিসার ইন্দিরা মুখার্জি জানিয়েছেন, এমন ঘটনা তাদের জানা নেই। দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের প্রশাসক জানিয়েছেন, দুর্ঘটনা কিংবা বাংলা লাগোয়া সমুদ্র সৈকতে ওড়িশার ব্যবসায়ীদের ওয়াটার স্পোর্টস ব্যবসা চালানোর কোনও খবর তাদের কাছে নেই। জানিয়েছেন, পর্যটকদের নিরাপত্তার কারণে ঘটনা দ্রুত খতিয়ে দেখে তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

হাতির হানায় নতুন বছরের আনন্দ মাটি গড়বেতায়

গড়বেতা, ৩১ ডিসেম্বর: গড়বেতায় হাতির আতঙ্কে নতুন বছরের আনন্দ মাটি হতে বসেছে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ গনগনি ডাঙাতে বনভোজন, শীলাবতী নদীর তিরে পিকনিক, গ্রামীণ মেলা, নানান পরব, উৎসবে মাতেন তাঁরা। বছরভর কাজের পর এই সময়টা তো পরিবার-পরিজন নিয়ে বেড়ানো, আনন্দ, স্ফূর্তি করেন গড়বেতার মানুষ। এবার সেই আনন্দ মাটি হতে বসেছে দলমার দাঁতালদের দৌরাত্ম্যে। গড়বেতার বিভিন্ন এলাকায় ৮০টির মতো হাতি কয়েকটি ভাগে ভাগ হয়ে ঘাঁটি গেড়েছে। দলগুলিতে ৮-১০ টি হস্তি শাবকও রয়েছে। খাবারের সন্ধানে এই দাঁতালেরা মাঝে মধ্যেই আলু ও সবজি খেতগুলিতে হানা দিচ্ছে। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে হাতির তাণ্ডবে কয়েক একর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। নষ্টের তালিকায় ধান, আলু ছাড়াও বরবটি, পান, ননা সবজি রয়েছে। এ ছাড়া হাতির হামলায় গড়বেতার আসনাশুলিতে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। গোয়ালতোড়ের জঙ্গলে থাকা ৮০টি হাতির বড় দলটি প্রথমে দুটি ভাগে গড়বেতা ব্লক এলাকার জঙ্গলে প্রবেশ করে। ব্লক এলাকার জঙ্গলে প্রবেশ করে। এরপর হাতিগুলি কয়েকটি ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে যায় গড়বেতার বিভিন্ন এলাকায়। আর এতেই গোল বেধেছে গড়বেতায়। বন দফতরের গড়বেতার এক অফিসার জানিয়েছেন, এবার হাতিগুলি এক বা দুটি স্থানে না থেকে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যাওয়ায় বেশি সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এদিকে, শুক্রবার রাতে আমলাগোড়া রেঞ্জের জামডোবা ও মাগুরাশোল জঙ্গল থেকে প্রায় ৩০টির মতো হাতির একটি দলকে বন দফতর গনগনি দিয়ে শীলাবতী নদী পার করিয়ে আগরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা হয়ে খড়িকাশুলি ও কুইলিবাধ জঙ্গলে পাঠিয়ে দিয়েছে। যাওয়ার পথে হাতিগুলি ময়রাকাটা, গনগনি, রঘুনাথপুর, ভিকনগর, সরবনি, আগরা, ধাদিকা প্রভৃতি এলাকায় প্রচুর আলু ও সবজি খেতের ক্ষতি করছে। এতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এই এলাকার বাসিন্দারা। অপরদিকে, আসনাশুলির জঙ্গলে ঘাঁটি গেড়ে থাকা ৮-১০ টি হাতির দলটিকেও কুইলিবাঁধ জঙ্গলে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে বনদফতর। এদিকে গত বৃহস্পতিবার আসনাশুলির জঙ্গলে হাতির হানায় মৃত গৃহ শিক্ষক মন্মথ কোলের পরিবারকে নিয়মানুযায়ী ক্ষতিপূরণের ৭৫ শতাংশ অর্থ বন দফতর থেকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। গড়বেতার বিধায়ক আশিস চক্রবর্তীর চেষ্টায় তড়িঘড়ি বন দফতর থেকে ১ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে দিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। শনিবার বন দফতরের ধাদিকা বিট অফিসে গড়বেতার হাতি নিয়ে বন কর্তাদের এক জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে গড়বেতা ও আমলাগোড়া রেঞ্জের অফিসার, বিট অফিসার ও বন কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে গড়বেতা এলাকায় ছড়িয়ে থাকা হাতিগুলিকে যতটা সম্ভব কম ক্ষয়ক্ষতি এড়িয়ে একত্রিত করে একটা জঙ্গলে আনা হবে। সেই মতো এদিনই কুইলিবাঁধ জঙ্গলে বিভিন্ন এলাকা থেকে হাতিগুলিকে খেদিয়ে আনা হয়েছে। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই জঙ্গলে প্রায় ৮০টির মতো হাতি রয়েছে এখন।

এগরায় বিরল প্রজাতির পাখি উদ্ধার

বিশেষ সংবাদদাতা, এগরা: অদ্ভুত প্রজাতির একটি পাখিকে দেখে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শনিবার বছরের শেষ দিনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা-২ ব্লকের সর্বোদয় পঞ্চায়েতে ছোট নলগেড়িয়ায় এই পাখি উদ্ধার হয়েছে। অনেকে এই পাখিকে লক্ষ্মী পেঁচা বলে পূজাও করেছেন। যদিও পাখিটি পেঁচা নয় বলে এলাকার বয়ঃজ্যেষ্ঠরা দাবি করেছেন। ছোট নলহেড়িয়ার বাসিন্দা অনুপম জানা জানিয়েছেন, সকালে আচমকা ঘরের বারান্দার সামনে এই ধরনের তিনটি পাখি উড়ে এসে পড়ে। সেই সময় রাস্তা দিয়ে যাওয়া দুটি কুকুর দুটো পাখিকে নিয়ে পালায়। তাদের বাড়ির লোকেরা দৌড়ে গেলে একটি পাখিকে তুলতে না পেরে পালিয়ে যায় কুকুরের দল। উদ্ধার হওয়া ধবধবে সাদা রঙের এই পাখি দেখতে অনেকটা পেঁচার মতো হলেও পেঁচা নয়। তবে এলাকার মহিলারা এই পাখিকে পেঁচা বলে দাবি করে তার পুজো করেন। মাথায় সিঁদুর লাগিয়ে দেয়। স্থানীয় মানুষেরা জানিয়েছেন, পাখি উদ্ধারের পর বিষয়টা বন দফতরকে জানানোর পরেও কেউ আসেনি। তাঁরা জানিয়েছেন, লক্ষ্মী পেঁচা মনে করে অনেকেই পুজোর পরে এই বিরল প্রজাতির পাখিকে খেতে দিলেও পাখি না খাওয়ায় চিন্তা বাড়ছে। এই ধরনের পাখি আগে এই এলাকায় দেখা যায়নি। ঘটনাটি জানার পর ছোট নলগেড়িয়া ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু অধিবাসী পাখি দেখতে অনুপম জানার বাড়িতে ভিড় জমায়।

কবাডি প্রতিযোগিতায় রাজ্য চ্যাম্পিয়ন নদিয়া ও হুগলি

বিশেষ সংবাদদাতা, মহিষাদল: আন্তঃজেলা কবাডি প্রতিযোগিতায় ছেলেদের বিভাগে নদিয়া ও মেয়েদের বিভাগে হুগলি রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। দুটি বিভাগেই রানার্স হয়েছে চন্দননগর। প্রতিযোগিতার শেষে সফল দল ও প্রতিযোগিদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বুদ্ধদেব ভৌমিক, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কবাডি সংস্থার সহ সভাপতি বিশ্বজিৎ মাইতি প্রমুখ।

নোট কাণ্ডের প্রতিবাদে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভা চন্দ্রকোনা রোডে

বিশেষ সংবাদদাতা: কেন্দ্রীয় সরকারের নোট বাতিলের প্রতিবাদে চন্দ্রকোনা রোডে সভা ও মিছিল করে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। মিছিল শুরু হয় বিদ্যাসাগর মঞ্চ থেকে শহর পরিক্রমা করে সাতবানকুঢ় গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঠে মূল সভা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা সভানেত্রী কাবেরী চ্যাটার্জি। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সভাধিপতি উত্তরা সিংহ, তৃণমূলের জেলা সভাপতি অজিত মাইতি, দীনেন রায়, নির্মল ঘোষ, প্রদ্যোৎ ঘোষ, রমা প্রসাদ গিরি শালবনির বিধায়ক শ্রীকান্ত মাহাতা সহ জেলার নেতারা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে অজিত মাইতি বলেন, নোট বাতিলের ফলে সাধারণ মানুষ অসুবিধার সম্মুখিন হচ্ছে, নিজের টাকা মানুষ নিজে তুলতে পারছে না। নির্মল ঘোষ বলেন, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের ভোগান্তির প্রতিবাদে, নোট বাতিলের প্রতিবাদে আমাদের সভা। বিজেপি সরকারের ভুল নীতির বিরুদ্ধে আমাদের মহিলারা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ মিছিল করছে। যুব নেতা রমা গিরি বলেন, মোদি সরকারের ভুল নীতির ফলে দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে গেছে। ১৬ জানুয়ারির ওই সভায় প্রায় দশ হাজার লোকের সমাবেশ হবে বলে জানান জেলা তৃণমূল সভাপতি অজিত মাইতি।

মেদিনীপুরে পিঠে-পুলি উৎসব

ইংরেজি বছরের শেষ দিনে মেদিনীপুর শহরে পিঠে পুলি উৎসবকে ঘিরে আট থেকে আশি সব বয়সের পুরুষ ও মহিলার উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। ছবি-দেবব্রত সরকার।

ইংরাজি নতুন বর্ষ বরণে দিঘায় পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, দিঘা : বড়দিনের খামতি পূরণ করে দিল বছরের শেষ দিন। ইংরাজি নতুন বর্ষকে বরণ করে নিতে শুক্রবার রাত থেকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সৈকত শহরে উপচে পড়ল পর্যটকের ভিড়। শনিবারও বহু মানুষ ভীড় করলেন দিঘা সহ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সৈকত শহর মন্দারমণি, তাজপুর, শংকরপুরে ভিড় জমালেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের উৎসবমুখী পর্যটকেরা। সৈকত শহরগুলিতে পর্যটকদের ভিড় দেখে একেবারেই বোঝা সম্ভব নয় কেন্দ্রের নোট বদলের জেরে গত ৫০ দিন ধরে সারা দেশ জুড়ে একটা অদ্ভুত অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল।

সমস্যা যতই থাক হুজুগে বাঙালি উৎসব মুখর। সে দুর্গা পুজোই হোক কিংবা নতুন ইংরাজি বছরকে বরণ করে নেওয়া। নোট যন্ত্রণা দূরে ঠেলে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সৈকত শহরগুলিতে আছড়ে পড়লেন উৎসবপ্রিয় বাঙালি পর্যটক দল। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, বড়দিনে তবু লোক সংখ্যা কম ছিল। সেটা পুরণ করে দিল ইংরাজি নতুন বছরের শেষ দিন। জানা গেছে নতুন বছর বরণে পর্যটকেরা বেড়াতে আসবেন কিনা তাই নিয়ে দ্বন্দ্বে থাকলেও বড়দিনে মানুষের ঢল দেখে আর চিন্তা করেননি এখানকার ছোট-বড় ব্যবসায়ীরা। উৎসবের আনন্দ নিতে মানুষেরা ভিড় জমাবেন বুঝতে পেরেই দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুরের প্রায় সব হোটেলে রাতে বর্ষ বরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। শুক্রবার থেকে রবিবার টানা তিন দিনের ছুটি থাকায় পর্যটকেরা সপরিবারে ভিড় করেন দিঘায়। দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদ সূত্রে জানা গেছে, ইংরেজি নতুন বর্ষ বরণে বহু পর্যটক দিঘা, মন্দারমণি, শংকরপুর কিংবা তাজপুরের মতো সৈকত শহরগুলিতে ভিড় করবেন অনুমান করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানো হয়। জেলার সৈকত শহরে বর্ষ বরণের আনন্দ নিতে এসে যাতে কোনও পর্যটককে বিপদে পড়তে না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা গ্রহণ করে পর্ষদ।